যুগান্তর

তারিখ 05 FEB 2016
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

সাত দিনের আলটিমেটাম

অতিরিক্ত টাকা ফেরতের এটাই যেন শেষ সময় হয়

এসএসসি পরীক্ষায় শিক্ষা বোর্ড দ্বারা নির্ধারিত ফির অতিরিক্ত টাকা আদায় করেছে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেগুলোকে আগামী ৭ দিনের মধ্যে আদায় করা অতিরিক্ত টাকা ফেরত দিতে নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শুধু তাই নয়, অতিরিক্ত টাকা ফেরত দেয়ার পর এ সংক্রান্ত তথ্য-প্রমাণ নিজ থেকেই বোর্ডকে অবহিত করতে হবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে। নির্দেশে আরও বলা হয়েছে, নির্দেশ অমান্য করলে সংশ্লিষ্ট স্কুলের পরিচালনা কমিটিকে অকার্যকর ঘোষণা করা হবে। উল্লেখ্য, সারা দেশে মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রায় ১৮ হাজার স্কুল-মাদ্রাসা আছে, এগুলোর অধিকাংশই এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফি'র অতিরিক্ত অর্থ আদায় করেছে।

বস্তুত অভিভাবকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ফি আদায়ে বরাবরই কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেপরোয়া মনোভাব লক্ষ করা যায়। শুধু এসএসসি পরীক্ষার ফি নয়, ভর্তি ফি থেকে শুরু করে টিউশন ফিসহ নানা খাতে অতিরিক্ত ফি আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। বেসরকারি স্কুলে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের বিষয়ে সম্প্রতি সরকারি আদেশ জারির পর কোনো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের ভর্তি কার্যক্রমই বন্ধ করে দেয়। এ ধরনের আচরণের মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সরকারি আদেশ অমান্য করার বিষয়টিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেসব স্কুল অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের বিষয়ে সরকারের আদেশ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মান্য করতে গড়িমসি কিংবা অনীহা প্রকাশ করছে, সেগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়াই সমীচীন মনে করি আমরা। নয়তো এগুলোর মধ্যে আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠার প্রবণতা দেখা দেবে। এর ফলে সীমিত আয়ের অনেক অভিভাবক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার দুর্ভাবনা থেকে সন্তানের শিক্ষার ব্যাপারে অনাগ্রহী হয়ে উঠতে পারেন। অস্বাভাবিক বেতন বৃদ্ধি ও বিভিন্ন পরীক্ষার বাড়তি ফি আদায়ের প্রতিবাদে রাজধানীর কোনো কোনো খ্যাতনামা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা এতটাই ক্ষুব্ধ হয়েছেন যে, ইতিপূর্বে বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে তারা তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

ইতিপূর্বে যেসব স্কুল কর্তৃপক্ষ অভিভাবকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ফি আদায় করেছে, আদালতের নির্দেশের পরও তারা সেই বাড়তি অর্থ ফেরত দেয়নি। এমনকি অনেক অভিভাবককে নানাভাবে হুমকি দেয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। আমরা মনে করি এবারের আলটিমেটামটিই শেষ সময় হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। এরপর অভিযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষগুলোকে আর সময় দেয়া চলবে না। শিক্ষাকে যারা পণ্য গণ্য করছেন, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হওয়া ছাড়া বিকল্প নেই। নির্ধারিত আগামী ৭ দিনের মধ্যে আদায়কৃত বাড়তি অর্থ ফেরত নেয়ার সময় এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে, হিসাবে কোনো গরমিল হয়নি। এমনও হতে পারে, অতিরিক্ত অর্থ ফেরত দেয়ার সময় কিছু অংকের টাকা অন্য কোনো খাতের সঙ্গে সমন্বয় করা হয়েছে। শুভংকরের এই ফাঁকির ব্যাপারেও বোর্ড কর্তৃপক্ষকে সচেতন থাকতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, সরকারি নির্দেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আদালতের নির্দেশনামতো ব্যবস্থা নিতে গিয়ে অভিযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কমিটিগুলো শুধু নয়, প্রতিষ্ঠানের অনুমোদনও বাতিল করা হবে। মন্ত্রীর এই কঠোর মনোভাব বজায় থাকবে, আমরা তেমনটাই আশা করতে চাই। এ পর্যন্ত যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়। বস্তুত কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ চরম স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছে। শিক্ষার নামে তারা ব্যবসা ফেঁদেছেন। ৭ দিনের আলটিমেটামই তাদের জন্য শেষ সুযোগ। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার না করলে তাদের যেন আর ছাড় দেয়া না হয়।